सत्यमेव जयते
भारत सरकार

জাতির সেবায় নিমগ্ন

মহাত্মা গান্ধীর 150তম জন্মবার্ষিকী

4 বছর | রেল ও কয়লা মন্ত্রকের সাফল্য ও উদ্যোগসমূহ

ভারত সরকার, 2018

রেল ও কয়লা মন্ত্রক জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর 150তম জন্মবার্ষিকী সগৌরবে উদ্‌যাপন করছে। সারা দেশের মানুষকে সচেতন করে তুলতে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর ট্রেনে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে দেশের সার্বিক স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজির নিরলস সংগ্রামে রেলওয়ের অবিস্মরণীয় ভূমিকা সমগ্র জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। গান্ধীজি যেমন ট্রেনে ভ্রমণের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি কোণের মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গেছেন, ঠিক একইভাবে রেল আজ সারা দেশের মানুষের মধ্যে আত্মিক বন্ধন গড়ে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কালে, ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলি ছিল দেশের হাজার হাজার মানুষের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা যেখানে তাঁরা দলে দলে ভিড় করে তাঁদের প্রিয় নেতাকে দেখতে এবং তাঁর সত্য, অহিংসা ও স্বাধীনতার মূল্যবান পথের শরিক হতে হাজির হতেন।

“আপনি শান্ত নম্রভাবে পৃথিবীকে আন্দোলিত করতে পারেন”

মহাত্মা গান্ধী
(1869-1948)

দেশের স্বাধীনতা অর্জনে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতার 75 বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 2022 এর মধ্যে এক নতুন ভারত গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। রেল ও কয়লা মন্ত্রক নতুন ভারত গঠনের এবং দেশকে সার্বিক প্রগতি ও সমৃদ্ধির এক নতুন উচ্চ শিখরে স্থাপনের লক্ষ্যে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রচ্ছদের চিত্রটি মহাত্মা গান্ধীর স্মরণে মুদ্রিত যিনি স্বাধীনতা এবং সত্যের বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় রেলে সওয়ার হয়ে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছিলেন।
ছবিটি এঁকেছেন শ্রী শ্যামসুন্দর আচারি যিনি ইস্ট কোস্ট রেলওয়ের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগে কর্মরত।

নতুন ভারতের অভিমুখে

ভিশন 2022

“ভারতীয় রেলওয়ে দেশের বিকাশ যাত্রার ইঞ্জিন রূপে চিহ্নিত হবে”

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

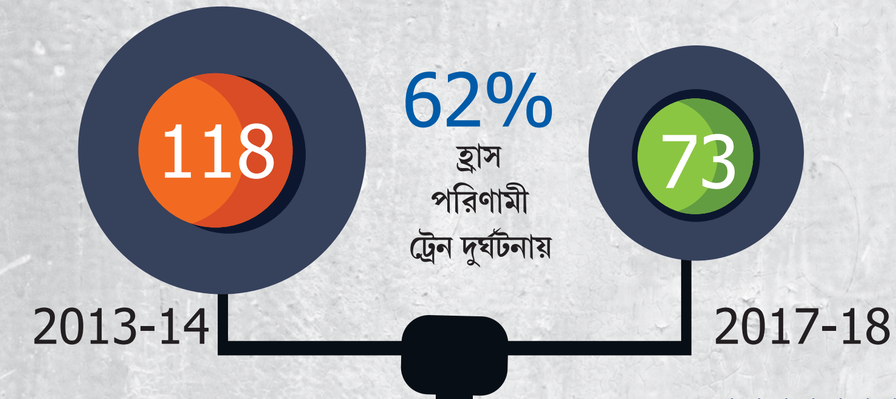

নিরাপত্তার প্রতি সর্বাধিক অগ্রাধিকার

2017-18-তে সর্বোত্তম নিরাপত্তার দলিল

নিয়োগের মাধ্যমে 1.1 লাখ নিরাপত্তা কর্মীর পদ পূরণ করা হচ্ছে

“সঠিকভাবে সমস্যা নির্ণয়ই হল তিন-চতুর্থাংশ প্রতিকার”

— মহাত্মা গান্ধী

রেল নবীকরণের কাজ দ্রুত সম্পাদন

2013-14-তে 2926 কিমি থেকে 2017-18-তে 4405 কিমি রেল নবীকরণের কাজে 50% বৃদ্ধি

আরো নিরাপদ এলএইচবি কোচ উৎপাদন

নিরাপত্তায় সর্বাধিক গুরুত্ব

রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষ (আরআরএসকে)
নিরাপত্তা খাতে ব্যয়বরাদ্দে 1 লাখ কোটি টাকার তহবিল তৈরি করা হয়েছে
ইতিমধ্যে 16,000 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে

ফুট ওভারব্রিজ (এফওবি) বর্তমানে নিরাপত্তার তালিকাভুক্ত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত
প্রতি বছর হিসাবে 2009-14-তে 23টি থেকে 2014-18-তে 74টি এফওবি
নির্মাণের কাজে 221% বৃদ্ধি

সামরিক বাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা
সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় মুম্বাইতে এলফিনস্টোন রোড-প্যারেল, কারি রোড,
এবং আম্বিভালিতে 3টি ফুট ওভারব্রিজ (এফওবি) নির্মাণ করা হয়েছে

সকল স্টেশনে এবং ট্রেনে সিসিটিভি/ভিডিও নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপন করা হচ্ছে

এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ রোড ওভারব্রিজ/ রোড আন্ডারব্রিজ/সাবওয়ে নির্মাণ

প্রতি বছর গড় নির্মাণে 3 গুণ বৃদ্ধি

বিগত চার বছরে 5,479টি প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং অপসারণ করা হয়েছে

জুন 2018 নাগাদ সবকটি প্রধান রুটে প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং অপসারণ করা হবে

মূলধনী ব্যয়ে দুর্দান্ত বৃদ্ধি

2014-19 বছরে গড় বার্ষিক মূলধনী ব্যয়, 2009-14 বছরের তুলনায় গড়ে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে

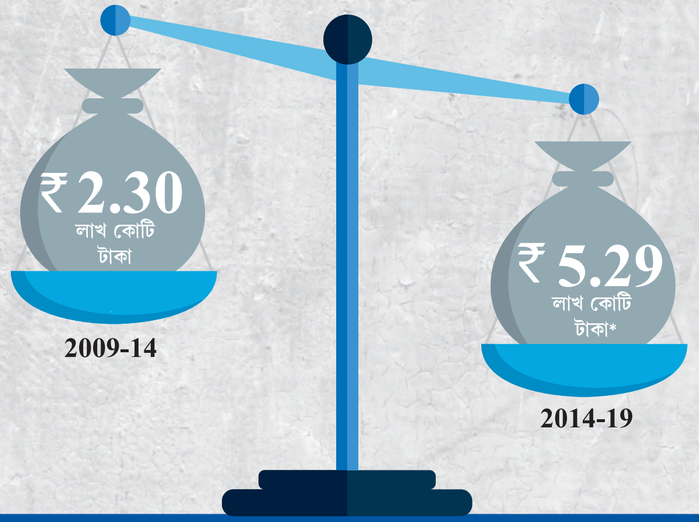

*বাজেট বরাদ্দ 2018-19 ধরে

“ মানুষ নিজের ভাগ্য নির্মাণ করে এবং আমি তোমাদের সকলকে নিজস্ব ভাগ্যের নির্মাতা হতে বলব। ”

— মহাত্মা গান্ধী

ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ

আগামীর জন্য অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গঠন

নতুন লাইনে দ্রুত ট্রেন চলাচলের সূচনা

নতুন লাইন চালু / ডবল লাইন / 3য় ও 4র্থ লাইন চালুকরণ প্রকল্প সংক্রান্ত কাজ দিনপ্রতি 59% বৃদ্ধি পেয়ে 4.1 কিমি (2009-14) থেকে 6.53 কিমি (2014-18) হয়েছে।

দিনপ্রতি **4.1** কিমি (2009-14)

দিনপ্রতি **6.53** কিমি (2014-18)

ভারত
অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে সংযুক্ত

উত্তর পূর্বে সমগ্র রেল নেটওয়ার্ক ব্রড গেজে রূপান্তরিত হয়েছে

বিশ্বে উচ্চতম ব্রিজগুলির মধ্যে একটি জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইন প্রকল্প নির্মাণের কাজ চলছে

মেঘালয় (দুধনোই-মেন্দিপাথর), ত্রিপুরা (কুমারঘাট-আগরতলা) এবং মিজোরাম (কাথাকল-ভৈরবী)-এর সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে

51,428 কোটি টাকা ব্যয়ে 1,397 কিমি নতুন লাইন প্রকল্পের কাজ চলছে

শহরতলীর রেল ব্যবস্থায় অধিক গুরুত্ব

বেঙ্গালুরু শহরতলী রেল ব্যবস্থার উন্নতিসাধন

2018-19 বাজেটে বরাদ্দ 17,000 কোটি টাকা

প্রায় 15 লাখ যাত্রী উপকৃত হবেন

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোচ, অত্যাধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা এবং বিশ্বমানের স্টেশন

মুম্বাই শহরতলী রেল ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ঃ

2018-19 বাজেটে বরাদ্দ 54,777 কোটি টাকা

নতুন করিডোর, অতিরিক্ত লাইন/সম্প্রসারণ এবং উন্নতমানের সিগন্যালিং ব্যবস্থা

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোচ এবং সর্বাধুনিক স্টেশনের মাধ্যমে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি

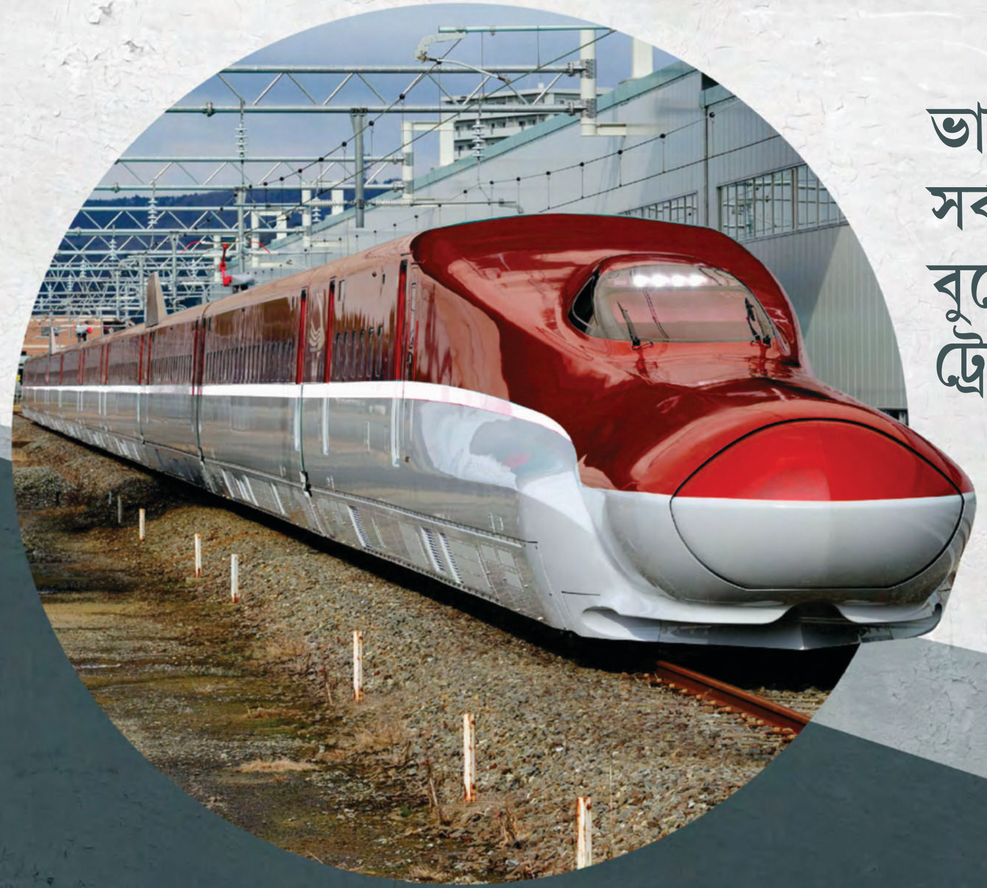

ভারতে সর্বপ্রথম বুলেট ট্রেন

মুম্বাই-আহমেদাবাদ হাই স্পিড রেল

শিঙ্কানসেন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে গত 50 বছরে একটাও দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং ট্রেন দেরি হবার রেকর্ড এক মিনিটেরও কম

যাত্রার সময়কাল আনুমানিক 8 ঘণ্টা থেকে 2 ঘণ্টায় হ্রাস পাবে

জাপান সরকারের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আর্থিক সাহায্য যা সাধ্যের মধ্যে

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশাল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

হাই স্পিড টেকনোলজি-তে ভারতকে শীর্ষস্থানে নেতৃত্ব দিতে সরকারের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্প

> “ জীবন হল একটা লক্ষ্য, যার উদ্দেশ্য নিখুঁত আত্মোপলব্ধি ”
>
> — মহাত্মা গান্ধী

মেক ইন ইন্ডিয়া

বিহারের মাধেপুরা-তে বৈদ্যুতিক লোকো কারখানা

হলদিয়াতে ডিজেল ইলেক্ট্রিক মাল্টিপল ইউনিট-এর (ডেমু বা ডিইএমইউ) রেক প্রস্তুতকরণের জন্য কারখানা

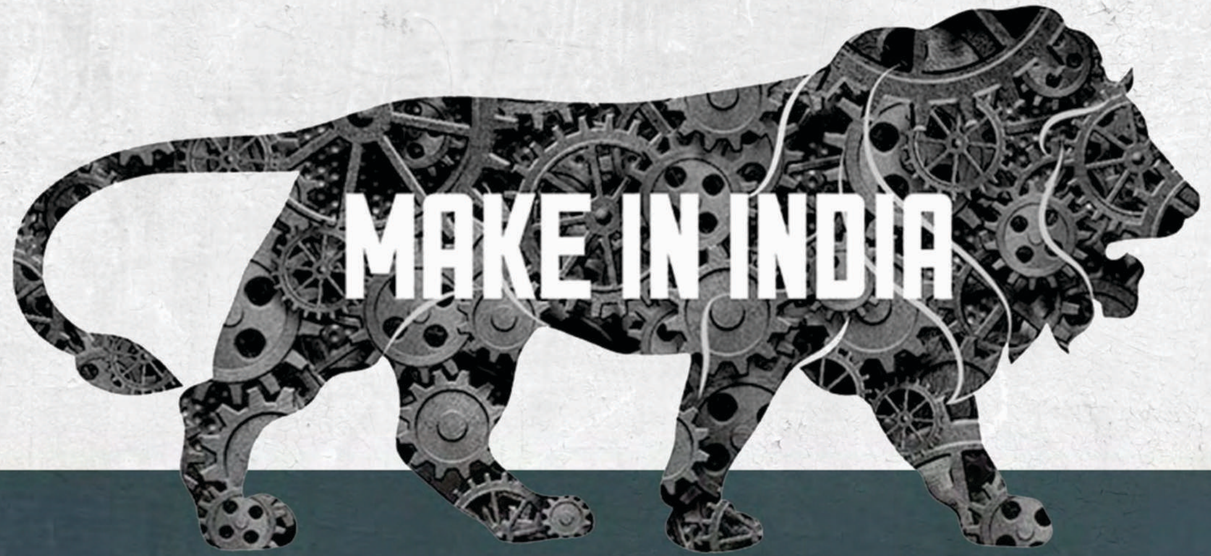

আগামী প্রকল্পসমূহ

মহারাষ্ট্রের লাটুর এবং মারথওয়াড়ায় সাবার্বান এবং মেট্রো ট্রেনের জন্য কোচ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট

নিউ বঙ্গাইগাঁও, অসম-এ এলএইচবি কোচগুলির রিফার্বিশমেন্ট-এর জন্য কারখানা স্থাপনের বিষয়টি অনুমোদিত

লামডিং, অসম-এ ডেমু/মেনলাইন ইএমইউ শেড সম্পর্কিত প্রকল্প অনুমোদিত

ঝাঁসি, বুন্দেলখন্ড এবং হরিয়ানার সোনপেট-এ কোচ রিফার্বিশমেন্ট সহায়ক ব্যবস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ

“একজন মানুষের সত্যিকারের সম্পদ হল তাঁর সদ্‌গুণ যা তিনি অন্যের কাজে লাগিয়েছেন।”

— মহাত্মা গান্ধী

রেলপথের বিদ্যুতায়ন

এক বছরে সর্বোচ্চ বৈদ্যুতিকরণ

4,087 আরকেএম
(2017-18)

6 গুণের
বেশি বৃদ্ধি

610 আরকেএম
(2013-14)

সম্পাদনের
কাজে
দ্রুত বৃদ্ধি

স্পিড (দ্রুততা)

বিশ্বে সর্বপ্রথম ডিজেল থেকে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে লোকোমোটিভের রূপান্তর

নতুন স্বদেশী বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের ক্ষমতা 5000 এইচপি, পুরনো সংস্করণের থেকে 92% বেশি

পণ্যবাহী ট্রেন বহন এবং শক্তি সাশ্রয় বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রজন্মের 12,000 এইচপি ক্ষমতাসম্পন্ন লোকোমোটিভ তৈরির কাজ চলছে

সাশ্রয়

শক্তি সাশ্রয়ের ফলে জ্বালানি বিলের পরিমাণ কমবে

সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ হলে প্রতি বছর আনুমানিক 13,500 কোটি টাকা সাশ্রয় হবে

ভারতের শক্তি সুরক্ষা ও বাণিজ্যিক ঘাটতি পূরণে এর অবদান অনন্য

পরিবেশ-বান্ধব

কার্বন নির্গমন হ্রাস করে
পরিবেশ সুরক্ষিত রাখবে

নতুন লাইনে সিগন্যালিং ব্যবস্থা

ভারতীয় রেলওয়েতে আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা হবে

2017-18 বছরে সিগন্যালিং ব্যবস্থা উন্নতির জন্য 1,299 কোটি টাকা বিনিয়োগ
গত বছরের তুলনায় 31% বেশি

2017-18-তে 208টি স্টেশনে সর্বাধুনিক ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থা
গত বছরের তুলনায় 26% বেশি

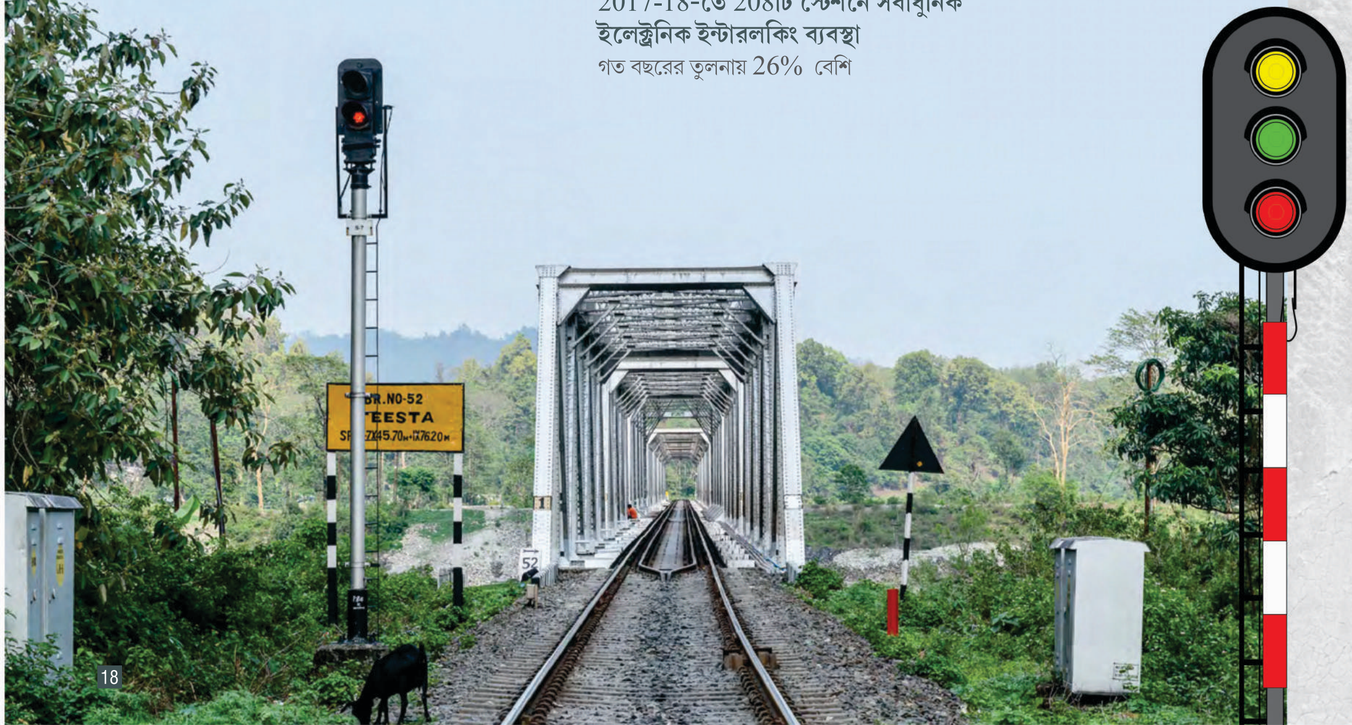

ভারতের অর্থনীতি অগ্রসরমান ঃ পণ্য

2022 সালের জন্য লক্ষ্য হল পণ্য পরিবহনে বাজারের শেয়ার 33% থেকে 45% বৃদ্ধি

পণ্য পরিবহন চালনা এবং পরিকাঠামোয় ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাকে উৎসাহ প্রদান
প্রাইভেট ফ্রেট টার্মিনাল (পিএফটি) পলিসি — ইতিমধ্যে 58টি পিএফটি-র জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে

ওয়াগনগুলিতে বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহদানে নতুন নীতি বা পলিসি চালু হয়েছে

2017-18- সর্বোচ্চ ফ্রেট লোডিং-এর পরিমাণ, 1,162 মিলিয়ন টন, 2013-14 তে ছিল 1,052 মিলিয়ন টন যা 10.5% বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

পণ্য পরিবহনে প্রত্যাশিত আয় 2017-18-তে 1.17 লাখ কোটি টাকার বেশি, যা গত বছরের তুলনায় 12% অধিক।

ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঃ ডিএফসি

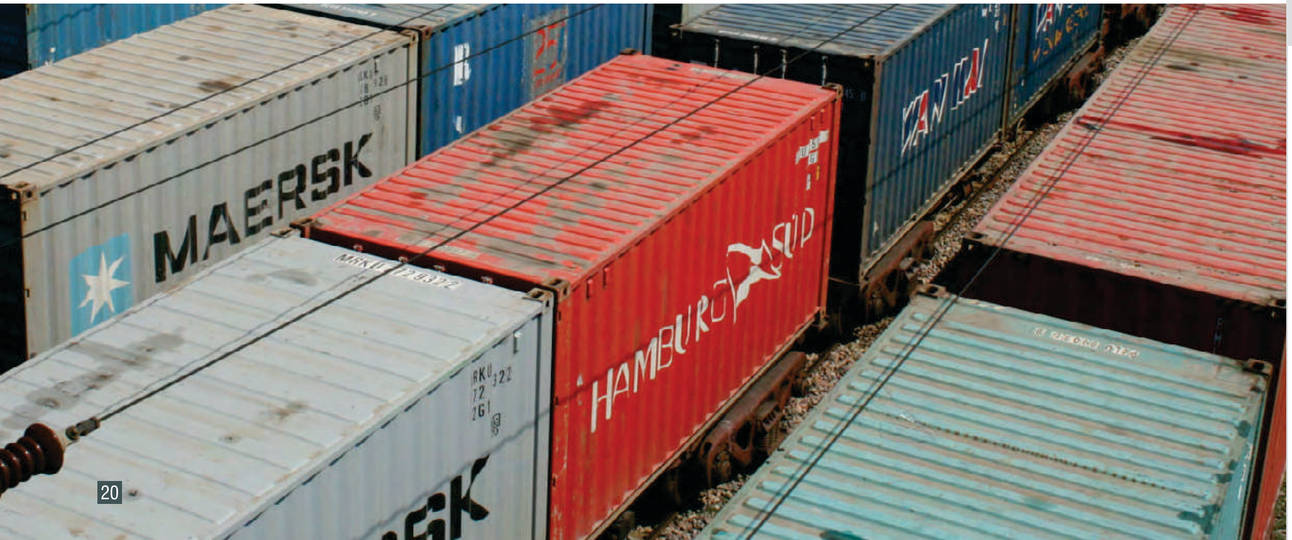

ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর (ডিএফসি)

2019-20 নাগাদ পর্যায়ক্রমে ওয়েস্টার্ন এবং ইস্টার্ন ডিএফসি (2,822 কিমি) চালু করা হবে।

মার্চ 2014 পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তিবদ্ধ কাজের মূল্যমান 12,749 কোটি টাকা, তুলনায় গত চার বছরে সম্পাদিত চুক্তিবদ্ধ কাজের মূল্যমান 39,157 কোটি টাকার বেশি (200%-এর বেশি বৃদ্ধি)

পণ্য পরিবহনে সময়, পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমান নেটওয়ার্কে ডি-কনজেশন সম্ভব হয়েছে

বন্দরের সঙ্গে কারখানা ও কৃষি খামার-এর মধ্যে সংযোগের ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য হাব সৃষ্টি

“পরিচ্ছন্নতাই পবিত্রতা”

— মহাত্মা গান্ধী

স্টেশনের উন্নয়ণ

ভবিষ্যত লক্ষ্যের দিকে এক কদম

বিশ্বমানের সুযোগ সুবিধায় স্টেশনগুলিকে উন্নত করা হবে

যাত্রীদের জন্য আরও ভাল স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে স্টেশনগুলির পুনঃশ্রেণীবিভক্তিকরণ

আয়, যাত্রীদের অবদান, কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনা করতে আরও উদ্দেশ্যমূলক শর্ত

মার্চ 2019-এর মধ্যে আরও 68টি স্টেশনের উন্নতি

স্থানীয় শিল্পকলা ব্যবহার করে 60টি স্টেশনের সৌন্দর্যায়নের কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ

ডিসেম্বর, 2018-এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশ-এর হাবিবগঞ্জ স্টেশন এবং গুজরাটের গান্ধীনগর স্টেশনের পুনোরুন্নয়ন

সকল রেলওয়ে স্টেশনে 100% এলইডি আলোর ব্যবহার

চিরকাল মনে রাখার মতো রেল ভ্রমণ

যাত্রী কোচগুলির মানোন্নয়ন

মার্চ, 2019 এর মধ্যে মেল/প্যাসেঞ্জার ট্রেন সমেত 5,000টি কোচের অভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধন করা হবে

আধুনিক ট্রেন / কোচ

এ-বছর সর্বপ্রথম দেশে তৈরি ট্রেন চালু

তেজস, অন্ত্যোদয় এবং হামসফর ট্রেন চালু

ডবল ডেকার 'উদয়' রেক পরিষেবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত

আধুনিক বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ দীন দয়ালু এবং অনুভূতি কোচ

কয়েকটি বাছাই করা রুটে গ্লাস টপ 'ভিস্টাডোম' কোচ চালু করা হবে, যাতে যাত্রীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন

যাত্রী পরিষেবার উন্নতিসাধন

নতুন ট্রেন

গত 4 বছরে 407টি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু

গত 4 বছরে উৎসবকালীন মরসুমের চাহিদা পূরণে 1.37 লাখ যাত্রীকে পরিষেবা প্রদান

রোলিং স্টকের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে 22টি নতুন ট্রেন চালু এবং 44টি ট্রেনের যাত্রাপথ সম্প্রসারিত

থার্ড পার্টি পারফরম্যান্স চেকিং

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজরদারি, ক্যাটারিং ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা ও সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখতে 100টি মিস্ট্রি শপার ব্যবহার করা হয়েছে

সময়ানুবর্তিতা

পরিকাঠামো এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে অগ্রাধিকার দেবার দরুন স্বল্প সময়ের জন্য সময় মেনে চলার প্রভাব কিন্তু ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদে দ্রুত এবং নিরাপদ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করবে

ট্রেন চলাচলের সময় হ্রাস করে এবং পরিকল্পিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে সময় সারণী অনুযায়ী ট্রেন চলাচল উন্নত করা

ট্রেন দেরিতে চলা সম্পর্কে যাত্রীদের অবগত করতে 1,373টি ট্রেনে এসএমএস পরিষেবা শুরু হয়েছে

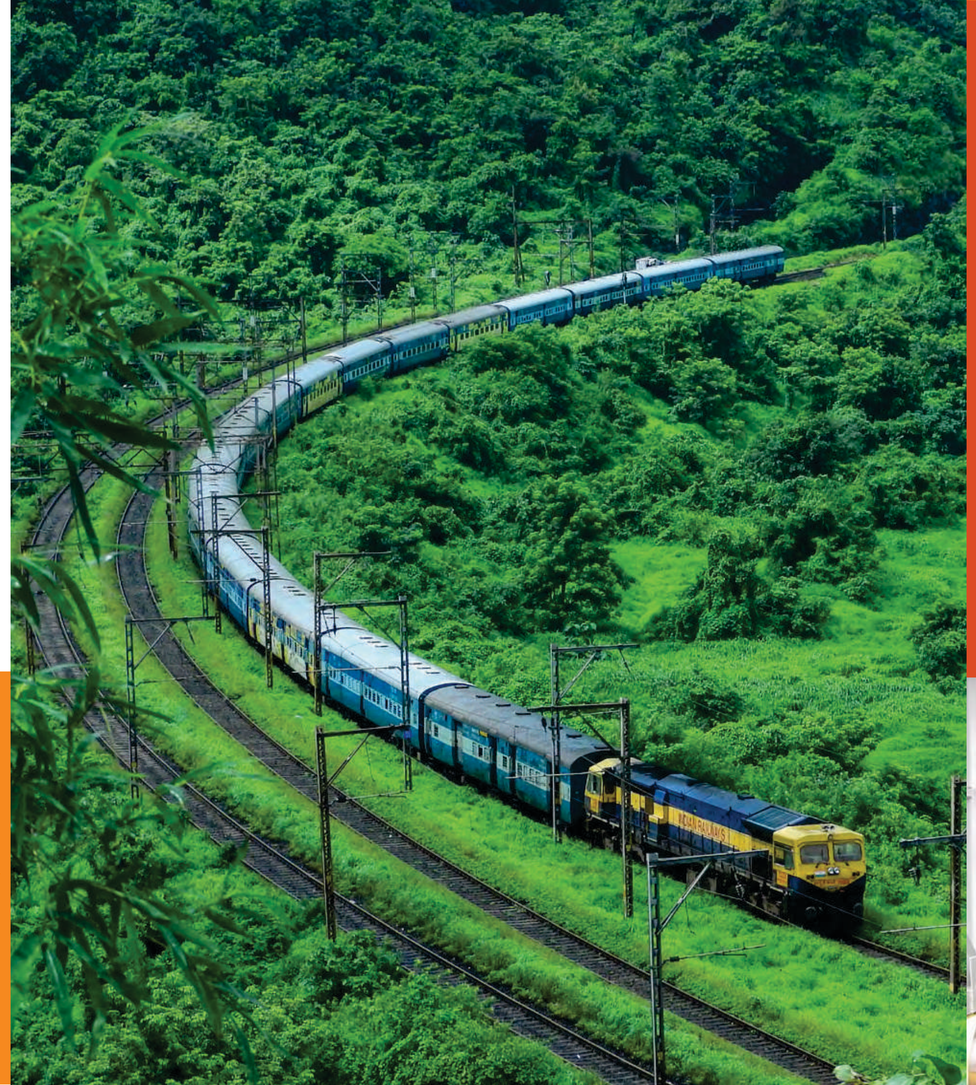

বিশ্বমানের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা

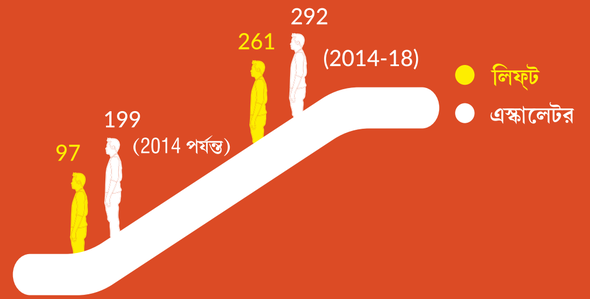

এস্কালেটর এবং লিফ্ট

যাত্রীদের আরামদায়ক চলাচলের সুবিধা করতে

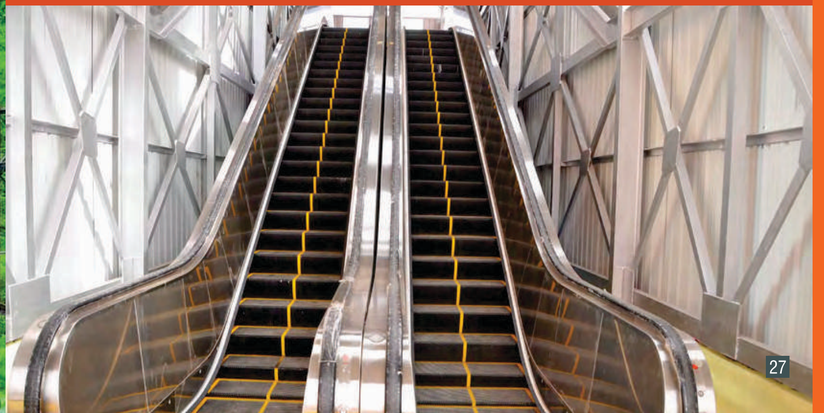

ডিজিটাল ভারত, ডিজিটাল রেল

675টির বেশি স্টেশনে হাই-স্পিড ওয়াই-ফাই পরিষেবা

সকল স্টেশনে ওয়াই-ফাই-এর ব্যবস্থা

যাতে কাছাকাছি এলাকার যুব সম্প্রদায়, মহিলা, কৃষক ও গ্রামবাসীদের সুবিধা হবে

নগদবিহীন লেনদেনের জন্য পয়েন্ট অফ সেল (পিওএস) মেশিন

প্রায় 4,000 জায়গায় 9,100টি পিওএস মেশিন বসানো হয়েছে

‘নো বিল, ফ্রি ফুড’ নীতি ঃ বাধ্যতামূলক বিলিংয়ের ক্ষেত্রে - পিওএস মেশিন ব্যবহার করা

2014 সালে প্রতি মিনিটে 2,000 থেকে 2018 সালে প্রতি মিনিটে 20,000 টিকিট (অনুমিত) বিক্রির মাধ্যমে ই-টিকেটিং পদ্ধতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

বুকিং কাউন্টারগুলিতে টিকিট কেনার জন্য ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ডে সার্ভিস চার্জ তুলে নেওয়া

সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাত্রীদের অভিযোগের নিষ্পত্তি

ক্যাটারিং

2017-18 বছরে ইতিমধ্যে 16টি বেস কিচেন-এর মানোন্নয়ন করা হয়েছে

স্বাস্থ্যবিধি মেনে গুণমান বৃদ্ধি করতে বেস কিচেনগুলিতে খাবার তৈরির সময়ে নজরদারির জন্য আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর ব্যবহার করা হচ্ছে

314টি স্টেশনে ই-কেটারিং পরিষেবা চালু করা হয়েছে এবং আরও 100টি স্টেশনে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রত্যেক দিন 7,000-এর বেশি মিল তৈরি করা হচ্ছে

সব ধরনের খাবারে বাধ্যতামূলকভাবে এমআরপি (সর্বোচ্চ খুচরো বিক্রয়মূল্য) ছেপে বিক্রির ব্যবস্থা 300টির বেশি ট্রেনে চালু করা হয়েছে

রেলওয়েতে টিপ্স দেবার বা নেবার বিষয়ে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে

32টি রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্ত এবং গতিমান ট্রেনগুলিতে পছন্দমতো খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে

600টি স্টেশনে 1,689টি ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন বসানো হয়েছে

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

স্বচ্ছতাই সেবা

488টি স্টেশনে ইতিমধ্যে সামগ্রিক যান্ত্রিকভাবে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে

মার্চ 2019 নাগাদ সকল শহরতলীর এবং মুখ্য স্টেশনগুলি যান্ত্রিকভাবে পরিষ্কার করা হবে

ওয়াশ করা লিনেন-এর গুণমান বৃদ্ধি করতে মেকানাইজড্ লন্ড্রি ব্যবস্থা চালু ঃ 2009-14 তে 26টির তুলনায় 2014-18 তে 33টি চালু করা হয়েছে

ডিসেম্বর 2019 নাগাদ ওয়াশ করা লিনেন-এর গুণমান বৃদ্ধির জন্য 100% মেকানাইজড্ লন্ড্রি

বায়ো-টয়লেট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রান্ত

যতগুলি বায়ো-টয়লেট বসানো হয়েছে ঃ
2004-14 মেয়াদে 9,587-এর তুলনায় 2014-18 মেয়াদে 1,17,164

মার্চ 2019 নাগাদ সকল ট্রেনে বায়ো-টয়লেট বসানো হবে। বিমানের মতো ভ্যাকুয়াম বায়ো-টয়লেট বসানোর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে

ডিসেম্বর 2018 নাগাদ সকল মুখ্য স্টেশনগুলিতে ন্যায্য মূল্যে স্যানিটারি প্যাড ডিসপেন্সিং মেশিন

রেল লাইনে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

দিল্লিতে রেল লাইনের বর্জ্য পরিষ্কার করতে স্বয়ংক্রিয় রেল-মাউন্টেড মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে।
সারা দেশে এই ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা রয়েছে।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট থার্ড পার্টি সার্ভে

ট্রেনে এবং স্টেশনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থার্ড পার্টি সার্ভে শুরু হয়েছে।

হাউসকিপিং কন্ট্র্যাক্টের জন্য নতুন ব্যবস্থা

যাত্রীদের প্রদত্ত রেটিংয়ের ভিত্তিতে কন্ট্রাক্টরদের পেমেন্ট করা হবে।

রূপান্তর করতে সংস্কার ঃ স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা

চালু হয়েছে পরিষেবার জন্য সম্পাদিত চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী

প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে এবং ব্যয় সাশ্রয় করতে সার্ভিস কন্ট্রাক্টরদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে

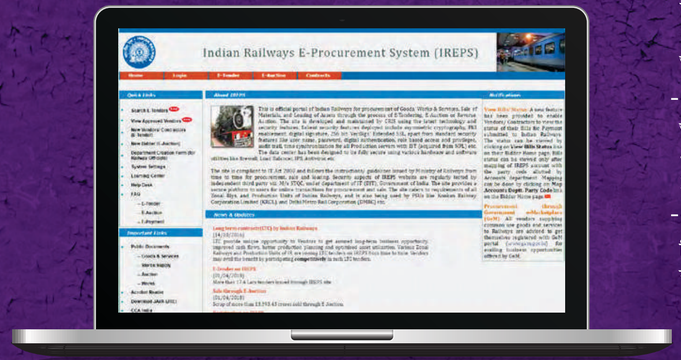

প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতিতে পরিবর্তন

ই-রিভার্স অকশন নীতি চালু করা হয়েছে, যাতে বছরে 20,000 কোটি টাকা সাশ্রয় করতে সহায়ক হবে

সিঙ্গল ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে 100% ই-প্রোকিওরমেন্ট পোর্টালের মাধ্যমে প্রায় 17 লাখ ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে

আইআরইপিএস পোর্টালে নথিভুক্ত ভেন্ডরের মোট সংখ্যা 4 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ 2014-তে 19,867 থেকে 2018-তে 81,127 হয়েছে

জিইএম (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেট-প্লেস)-এর মাধ্যমে সাধারণের ব্যবহৃত পণ্য/পরিষেবার বাধ্যতামূলক সংগ্রহ

ভেন্ডরের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যয় সাশ্রয় করে প্রতিযোগিতায় উৎসাহদান

রেলওয়ে 'ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট' পদ্ধতিতে কন্ট্র্যাক্টরকে পেমেন্ট করবে

কার্যকরী মূলধন যোগাড় করতে সাহায্যের জন্য সকল সরবরাহকারী এবং কন্ট্রাক্টরদের লেটার অফ ক্রেডিট দেওয়া হবে

রেলওয়েতে রিসিপ্ট নোট, সাপ্লায়ার বিল, রিসিপ্টেড চালান ডিজিটাইজ করা হয়েছে

রিসিপ্ট নোট, রিসিপ্ট চালান-এর মূল্য আনুমানিক 50,000 কোটি টাকার বেশি

> "প্রতিটি সংস্কার আনে সচেতনতা।
> মানুষের মধ্যে সত্যিকারের সচেতনতা এলে,
> জাতি সর্বক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।"
>
> — মহাত্মা গান্ধী

GeM
Government
e Marketplace

রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন (আরডিএসও)-তে অনুমোদন প্রক্রিয়া আরও সহজতর

মনোনীত এজেন্সিসমূহ (আরডিএসও, প্রোডাকশন ইউনিট ইত্যাদি) দ্বারা অনুমোদিত ভেন্ডরদের বিবরণ অনলাইন পাওয়া যাচ্ছে

প্রসেস টাইমলাইন 30 মাস থেকে 6 মাসে হ্রাস পেয়েছে

13+ লাখ রেলকর্মী

ফিল্ড অফিসারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি/ক্ষমতা প্রদান

সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত কাজ অনুমোদন করতে জেনারেল ম্যানেজারদের পুরোপুরি ক্ষমতা দেওয়া

দ্রুত কাজ সম্পাদন এবং সিদ্ধান্ত নিতে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারদের সার্ভিস কন্ট্র্যাক্টের জন্য ক্ষমতা প্রদান

নিজেদের উৎসকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পিইউ-গুলিকে ভেন্ডর অনুমোদনের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

"মানবিকতায় কখনোই বিশ্বাস হারানো উচিত নয়।
মানবিকতা হল এক বিশাল সমুদ্রের মতো,
কয়েক ফোঁটা দূষিত হলেও,
পুরোটা কখনোই দূষিত হবে না।" — মহাত্মা গান্ধী

কর্মীদের কল্যাণে কাজ

লোকো পাইলট, গার্ড, টিটিই-র মতো কর্মীদের জন্য রানিং রুমের উন্নতিসাধন

স্টাফ কলোনি এবং কর্মস্থল ইত্যাদির উন্নতিসাধন

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)-এর ব্যারাকের উন্নতিসাধন

প্রতি বছর সকল কর্মীর প্রিভেন্টিভ মেডিক্যাল চেক-আপ (আরপিএফ কর্মীদের জন্য বছরে দু'বার)

খেলাধূলায় ভারতের গর্ব

ভারতের জয় করা সকল আন্তর্জাতিক পদকগুলির মধ্যে প্রায় 33% রয়েছে রেলের ক্রীড়াবিদদের দখলে।

কমনওয়েলথ গেমস, 2018-তে, রেলের ক্রীড়াবিদরা কুস্তি এবং ভারোত্তোলনে ভারতের হয়ে 10টি স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

অলিম্পিক 2016-তে রেলকর্মী সাক্ষী মালিক ব্রোঞ্জপদক লাভ করেছেন।

মীরাবাই ছানু

দক্ষ কর্মী তৈরি

ভাদোদরা-তে ভারতের প্রথম ন্যাশনাল রেল অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ইউনিভার্সিটি

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ''মেক ইন ইন্ডিয়া''র প্রচার

ভারতীয় রেলওয়েকে আধুনিকীকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

আগস্ট 2018-তে স্নাতক স্তরে 2টি কোর্স চালু করা — বি.বি.এ. (ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজমেন্ট) এবং বি.এসসি. (ট্রান্সপোর্টেশন টেক)

2019-এ স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হবার সম্ভাবনা

অন-দ্য-জব পারফরম্যান্স এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সাম্প্রতিক সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগানো হবে

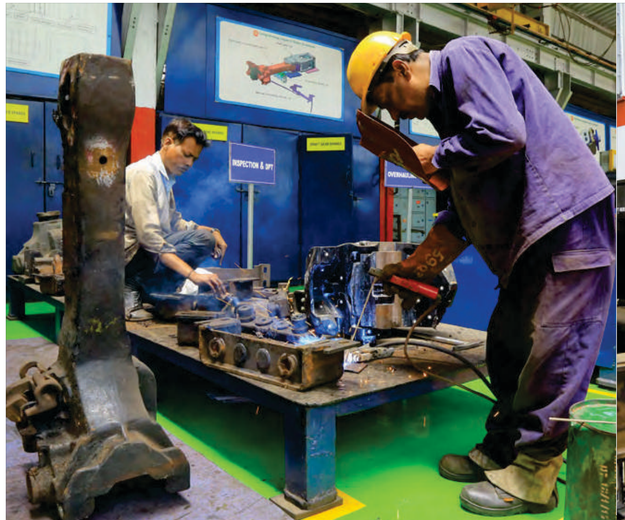

প্রোজেক্ট 'সক্ষম'

সকল কর্মীর জন্য 5 দিনের অন-দ্য-জব ট্রেনিং / ক্লাসরুম ট্রেনিং

অ্যাপ্রেন্টিস প্রশিক্ষণ

রেলওয়ে প্রতি বছর মোট কর্মী সংখ্যার 5%-এর জন্য স্কিল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছে

শিক্ষানবিশের সংখ্যা প্রায় 20,000 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 31,000 হয়েছে

“প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনীয়তার উপকরণ পৃথিবীতে রয়েছে, কিন্তু লোভী মানুষকে সন্তুষ্ট করার উপকরণ নেই।”

— মহাত্মা গান্ধী

কয়লা ঃ
উন্নতির ক্ষেত্রে ভারতের জ্বালানি

খননকার্যের জন্য ড্রিলিং প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে ঃ 2013-14-তে 6.9 লাখ মিটার থেকে 2017-18-তে 13.7 লাখ মিটার

গত 4 বছরে কোল ইন্ডিয়ার কয়লা উৎপাদনে 105 মিলিয়ন টন বৃদ্ধি, 2013-14-এর আগে এটা অর্জন করতে 7 বছর লেগেছিল

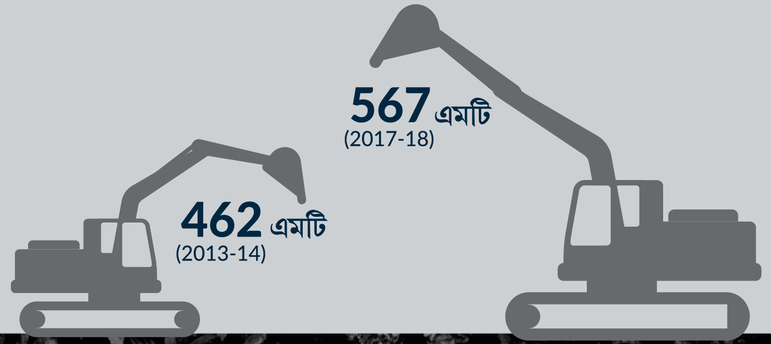

কোল ইন্ডিয়ার কোল অফটেক 23% বৃদ্ধি পেয়েছে

সর্বোৎকৃষ্ট মানের কয়লা

কয়লার গুণমান যাচাই করতে থার্ড পার্টি স্যাম্পলিং প্রক্রিয়া চালু হয়েছে

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে 100% গুঁড়ো কয়লা

কোল ইন্ডিয়া এবং সিঙ্গারেনি কোলিয়ারির সকল খনিতে রি-গ্রেডেশন করা হয়েছে

বিদ্যুৎ ব্যয় হ্রাস

গত 4 বছরে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে প্রয়োজনীয় কয়লার পরিমাণ (স্পেসিফিক কোল কনজাম্পশন) 8% হাস পেয়েছে

“যদি আমি বিশ্বাস করি যে আমি করতে পারি,
তাহলে তা পূরণ করার ক্ষমতা আমি নিশ্চিতভাবেই অর্জন করব,
এমনকী শুরুতে যদি তা নাও থাকে।”

— মহাত্মা গান্ধী

নতুন ভারতের জন্য কয়লা সংস্কার

কমার্শিয়াল কোল মাইনিং

1973 সালে জাতীয়করণের পর কোল মাইনিং-এ সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সংস্কার

কয়লা আমদানির নির্ভরশীলতা হ্রাস করবে এবং সঠিক ও যথাযথ কয়লা সরবরাহের মাধ্যমে শক্তি সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে

অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সরাসরি ও পরোক্ষে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে

স্বচ্ছ ই-অকশন ব্যবস্থা এবং কোল ব্লক-এর বণ্টন

89টি কয়লা খনির সফলভাবে অকশন করা হয়েছে এবং বণ্টন করা হয়েছে

কয়লা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে 100 শতাংশ রাজস্ব

স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা

কোল লিঙ্কেজের বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন

55.66 মিলিয়ন টন কয়লা পরিবহন ব্যবস্থার পুনর্গঠনে বার্ষিক সাশ্রয় 3,359 কোটি টাকা

শক্তি

(স্কিম ফর হারনেসিং অ্যান্ড অ্যালোকেটিং কোয়ালা ট্রান্সপেরেন্টলি ইন ইন্ডিয়া)

কোল লিঙ্কেজগুলির অকশন এবং অ্যালটমেন্টের জন্য ট্রান্সফর্মেশনাল পলিসি

যথাসাধ্য শক্তির ব্যবস্থা, এবং কয়লার স্বচ্ছ বণ্টন

'শক্তি'-র অধীনে 16টি ফুয়েল সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে

রেল কোল কোলাবোরেশন

কয়লা পরিবহন বৃদ্ধি করতে সময়-নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে কয়লা তোলার জন্য 14টি ক্রিটিক্যাল প্রোজেক্টের জন্য টাইমলাইন নির্ধারিত হয়েছে

9 মার্চ, 2018 থেকে বহু প্রতীক্ষিত টোরি-শিবপুর রেল লাইন (44 কিমি)-এর অংশ টোরি-বালুমঠ রেল সেকশনের কাজ শুরু হয়েছে

ওড়িশাতে ঝাড়সুগুদা-বরাপল্লী (53 কিমি) রেল লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে

মোট কয়লা লোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে

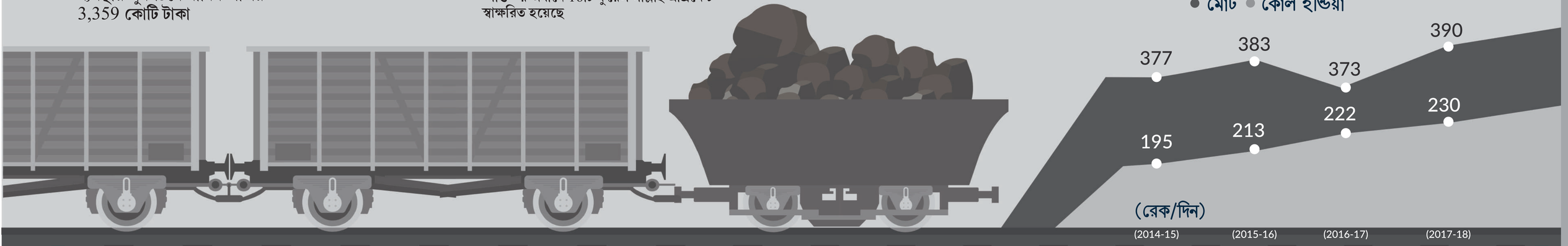

“নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে
ভাল উপায় হল অপরের সেবায়
নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া।”

– মহাত্মা গান্ধী